প্রতীতির বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা বাংলা-সিডনী ওয়েব সাইটে প্রকাশিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে মতামত জানিয়েছেন। বেশীরভাগ দর্শক-শ্রোতা মতামত দিয়েছেন এ্যাশফিল্ড পার্কে সকাল বেলা অনুষ্ঠান করার পক্ষে। আমি নিজেও এর পক্ষে অনুষ্ঠান করার পক্ষপাতী। বাংলা-সিডনী ওয়েব সাইটের কর্নধার আনিসুর রহমান-কে আমাদের ধন্যবাদ।

আমরা জানি যে আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা প্রতীতিকে ভালোবাসেন, আমাদের সব অনুষ্ঠানেই তাঁদের উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। কাজেই তাদের মতামতকে আমাদের গুরুত্ব দিতেই হয়।

১৪০৮ সালে প্রতীতি প্রথম বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু করে। ১৪১৭-র এবারের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানটি এক দশক পূর্ণ করবে। তাই আমরা ভেবেছি অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় করে তুলবো। আমরা বাংলাদেশ থেকে **সেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিতা হক** কে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। মিতা হক এর সাথে কি-বোর্ডে আসছেন দৌলতুর রহমান। এই দু'জনের Entertainment Visa-র জন্য আবেদন করা হয়েছে। আমরা অনুমোদন পাবার অপেক্ষায় আছি। মিতা হক এবার আমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবে। আর আমাদের (প্রতীতি) অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে থাকছে পঞ্চ-কবির গান, এরপর কবিতা পাঠের আসর, শ্রেষ্ঠ-বাঙালি পুরষ্কার এবং সবশেষে থাকছে প্রতিবাদী গানের আসর। মূলত: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গান নিয়েই গাঁথা হয়েছে এ আলেখ্য অনুষ্ঠানটি।

প্রতীতির প্রায় সব শুভানুধ্যায়ী আমাদের অনুষ্ঠানের উচ্চ মানের প্রশংসা করে থাকেন। এর কারন আমার মনে হয় প্রতীতির যে কোন অনুষ্ঠানই প্রচুর সময় নিয়ে করা হয়। সাধারনত ৩ থেকে ৪ মাস মহড়ার পরেই আমরা অনুষ্ঠানের জন্য তৈরী হই। তার ও অনেক আগে অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ঠিক করা হয়, এরপর তৈরী হয় স্ক্রিপ্ট। স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে প্রায় মাসখানেক সময় লেগে যায়। উপযুক্ত গান বাছাই করে, বাংলায় টাইপ করে, প্রুফ দেখে, তবেই তৈরী হয় মূল স্ক্রিপ্ট। এরপর শুরু হয় মহড়া। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার এবং শেষের দিকে সপ্তাহে দু'বার আমরা মহড়াই মিলিত হই। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে আমাদের অনুষ্ঠানের ব্যানার, ফেস্টুন, এগোলো তৈরী করে আনা হয়। অনুষ্ঠানের আগের দিন সদস্যরা সারা রাত জেগে খাবার তৈরী করে পরের দিন তা বিক্রি করার জন্য। এত কস্টের পর সবচেয়ে যে জিনিসটা আমাদেরকে শঙ্কিত করে তোলে তা হচ্ছে আবহাওয়া। এপ্রিল মাসে সাধারনত ঠান্ডা পড়ে যায় আর এ সময়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা আমাদের অনুষ্ঠানকে দারুনভাবে ব্যাহত করে। খোলা মাঠে অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে দর্শকরা আর অনুষ্ঠানে আসতে আগ্রহী হন না। বৃষ্টির সম্ভাবনার কারনে আমাদের প্রায় ৩/৪টি অনুষ্ঠান প্রায় পন্ড হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভাগ্যিস আমাদের বেশ কিছু নিয়মিত দর্শক আছেন যারা আমাদের অনুষ্ঠানে আসবেনই। তাদের উপস্থিতির কারণেই আমরা কোনমতে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করতে পেরেছি। আমরা এঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতীতির বেশীরভাগ সদস্য এ কারণে দারুনভাবে মনোকষ্টে ভোগেন। আমার মতে এটা খুব স্বাভাবিক, কারণ তারা প্রতি সপ্তাহে মহড়ায় আসেন, অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে আসেন। একজন ১১০ কি:মি: পথ পাড়ি দিয়ে প্রতি সপ্তাহে মহড়ায় আসেন, বেশীরভাগ সদস্য ৪০/৫০ কি:মি: দূর থেকে আসেন। চার মাস মহড়ার পর যদি খারাপ আবহাওয়ার কারণে অনুষ্ঠানটি ভালো করে পরিবেশন না করা যায়, তাহলে তার জন্য ওদের মনোকষ্ঠ হতেই পারে। এ সব কিছু বিবেচনা করেই আমরা এবারের অনুষ্ঠানটি মিলনায়তনের ভেতরে করার চিন্তা করছি। যদি আমরা দর্শকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাই, তবে এর পর থেকে মিলনায়তনেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবো, নয়তো ফিরে যাবো আগের মত এ্যাশফিল্ড পার্কে, সকাল বেলার আয়োজনে।

মিতা হক এর অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আমন্ত্রণপত্র প্রয়োজন হবে, এর মূল্য ২০ ডলার। প্রতীতির বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের জন্য কোন আমন্ত্রণপত্র প্রয়োজন হবে না।

প্রতিবারের মত এবারও আপনাদের উপস্থিতি কামনা করছি। এই দূর প্রবাসে প্রতীতির এমন এক হৃদয়গ্রাহী আয়োজনে আপনি না এসে থাকবেনই বা কেন। ওয়েব সাইটে আমাদের অনুষ্ঠনের বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হবে সহসাই। আবারও আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধাসহ

সিরাজুস সালেকিন
প্রতীতি, সিডনী